ইনোভেশন পাইলটিং: 2017-2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রম | মন্ত্রণালয় | অধিদপ্তর বা দপ্তর | ইনোভেশনের নাম | ইনোভেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরন (সর্বোচ্চ ১০০ শব্দ) | কার্যক্রমের অগ্রগতি (%) | সারাদেশে ইনোভেশনটি বাস্তবায়নযোগ্য কি না? | কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অর্ন্তভূক্ত কিনা?( কোন অর্থ বছর) | সংযুক্ত ডকুমেন্ট  (pdf/word) |
| ০১ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | আত্মহত্যা প্রতিরোধে ঝুঁকিপূর্ন কিশোর-কিশোরী নারী পুরুষদের কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ প্রদান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। | নির্যাতিত হতাশাগ্রস্থ কিশোর কিশোরী তালাকপ্রাপ্ত নারী, পুরুষরা অধিকাংশ সময়ে সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে আরও বেশী হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, ফলে তারা কখনও কখনও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় কিংবা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এসকল সমস্যার সমাধান ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি ও স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্য এই আইডিয়া গৃহীত হয়েছে। | 80% | হ্যাঁ | না | সংযুক্ত |
| 2 |  |  | আগ্রহ যৌনপল্লীর যৌনকর্মী ও তাদের শিশু কিশোরদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। | যৌনকর্মে নিযুক্ত যৌনকর্মীরা সমাজ হতে বিচ্যুত। তারা স্বাস্থ্য সেবা, সুস্থ সামাজিক জীবন হতে বিচ্যুত । এ কারনে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে আয়বর্ধক কর্মে সম্পৃক্ত করার জন্যই এই আইডিয়া নেয়া হয়েছে। শিশু এবং কিশোর-কিশোরী যারা যৌনপল্লীতে বর্তমান অবস্থান করছে তারা সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ। বর্তমান পরিস্থিতিতে মাদকের আসক্তি, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে এ সকল শিশু কিশোর জড়িত হয়ে পড়েছে । এ কারনে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, আত্মনির্ভরশীল অর্থাৎ আয়বর্ধকমূলক কর্মে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা জরুরী প্রয়োজন। | ৭০% | হ্যাঁ | না |  |
| 3 |  |  | জয়িতা-জয়যাত্রা (নির্বাচিত জয়িতাদের সাথে নেটওয়ার্কিং তৈরীর প্রয়াস)। | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে প্রতিবছর জয়িতা অন্বেষনে বাংলাদেশ শীর্ষক কার্যক্রম পরিচালিত হয় । এর আওতায় তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের মধ্য থেকে নির্ধারিত ৫টি ক্যাটগরীতে সফল নারীদের জয়িতা হিসেবে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় এবং জাতীয়ভাবে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিও এ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু বছরে একদিন তাদের সংবর্ধিত করা ছাড়া নির্বাচিত জয়িতাদের সাথে আর সংযোগ রক্ষা করা যায় না। কারণ তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের কোন কাঠামো নেই। এতে করে জয়িতাকে দেয়া মর্যাদা টেকসই হচ্ছে ন। তারা সফল নারী হিসেবে ভূমিকাও রাখতে পারেন না। এ কারনে এ উদ্যোগটি নেয়া হয়েছে যাতে করে যাতে করে জয়িতাদের প্রদত্ত মর্যাদা টেকসই করা সম্ভব হয় এবং তারা প্রয়োজনীয় ভূমিকাও রাখতে পারেন। যেমন বাল্য বিয়ে বা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে তারা ভূমিকা রাখতে পারেন।এছাড়া নতুন নতুন জয়িতা সৃষ্টি ও সমাজে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। এতে করে জয়িতা বাছাইয়ে যে অর্থ ও সময় ভিজিট আছে তাও কমে যাবে। | 9০% | হ্যাঁ | না |  |
| 4 |  |  | নারী পুরুষের সমন্বয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। | অশিক্ষা, দারিদ্রতা, অসচেতনতা, ধর্মীয় গোড়ামীর কারণে নারী পুরুষদের উপর নির্ভরশীল থাকে। আয়ের উৎস না থাকায় নারীরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে না। নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতার কারনে পুরুষদের প্রভাব বেশী থাকায় জেন্ডার বৈষম্যসহ পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। ফলে নারী নির্যাতন সহ কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবার ভেঙ্গে যায় এবং সন্তানদের উপর বিরূপ প্রভাবে পরিবার ও সামাজিক বিশৃংখলা বৃদ্ধি পায়। | 7০% | হ্যাঁ | না |  |
| 5 |  |  | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীদের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা। | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীদের (১৮-৫০) তলিকা তৈরী হালনাগাদ করে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ২০ জনের দল গঠন করে প্রশিক্ষনেরমাধ্যমেঅর্থনৈতিকভাবেস্বাবলম্বীকরার নিমিত্তে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা। এর ফলে তাদেরসামাজিকনিরাপত্তাবৃদ্ধি পাবে। বাল্যবিবাহ ,যৌতুক, পারিবারিকনির্যাতনসহবিবাহবিচ্ছেদেরহারহ্রাস পাবে। | 8০% | হ্যাঁ | না |  |
| 6 |  |  | **ভিজিডি উপকাভোগী মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।** | প্রান্তিক পর্যায়ে মহিলারা বিশেষ করে ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার অভাবে স্বাস্থ্য ঝুকি তৈরী হয়।অসুস্থ থাকারকারণেপরিবারেনির্ভরশীলতাবৃদ্ধিপায়এবংপরিবারেরঅন্যান্যসদস্যদেরউপরমানসিকঅশান্তিওআর্থিকচাপসৃষ্টিহয়।অনেক সময় সেবা প্রাপ্তিতে তথ্যের অভাব, পরিবারে মহিলাদের গুরুত্ব না দেয়া এবং পুরুষ সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মহিলারা স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে নারীদের অকাল মৃত্যুহার বেড়ে যায়। পরিবারে ৪০-৪৫বছরেরমহিলারা সংসারে কাজ করতে পারে না, নিষ্ক্রিয় থাকার কারনে শরীরে রোগ দেখা দেয়। এইউদ্ভাবনেরমাধ্যমে৪০-৪৫বছরেরভিজিডিউপকারভোগীরাবিনামূল্যেস্বাস্থ্যবিষয়েসেবাপেতেপারে।এতেকরেপরিবারেরপুরুষসদস্যদেরউপরনির্ভরশীলতাকমেযাবেএবংপরিবারেশান্তিবজায়থাকবে। মহিলাদের স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে তাহলে তারা অধিক মাত্রায় কাজ করতে পারবে । পরিবারে তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। কেননা একজন সুস্থ মহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারে অর্থনৈতিকভাবে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। | 8০% | হ্যাঁ | না |  |
| 7 |  |  | **হাওর অঞ্চলে মৌসুম ভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন করা।** | হাওর অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে(বন্যা)বছরে ২-৩ মাস পানি বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। দরিদ্র পরিবারগুলোতে কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ না থাকার কারণে কিশোরী মেয়েদের বোঝা মনে করে বিয়ে দিয়ে দেয় ।এই উদ্ভাবনের ফলে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হলে বাল্য বিয়ে কমে আসবে, নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে। | 7০% | হ্যাঁ | না |  |
| 8 |  |  | ৫১-৬১ বছর বয়সী দুঃস্থ ও অবহেলিত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ। | শিক্ষার অভাব, অসচেতনতা, অজ্ঞতা, দরিদ্রতা, দুর্বল পারিবারিক বন্ধন এবং একক পরিবার গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ৫১-৬১ বছর বয়সী গ্রামীন দুঃস্থ ও অবহেলিত নারীরা কোন সামাজিক বেষ্টনীর আওতাভূক্ত না হওয়ায় অবহেলিত, অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করে, আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে এবং বিষন্নতায় ভোগে। এক সময়ে নিজেকে সমাজের বোঝা মনে করে ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে। | 7০% | হ্যাঁ | না |  |
| 9 |  |  | নির্যাতিত এবং ঝুঁকিপূর্ন কাজে কন্যা শিশুদের স্কুলগামী করা এবং কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। | 14-18 বছরের কন্যা শিশুদের নানাভাবে নির্যাতিত হতে হচ্ছে। আবার কেউ কেউ ঝুকিপূর্ন কাজে নিয়োজিত আছে। দারিদ্রতার কারনে তারা নির্যাতিত হচ্ছে, বাল্য বিয়ের শিকার হচ্ছে এবং বাসা বাড়ীতে ও হোটেলে কাজ করছে। এই নির্যাতিত শিশুদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে শিশু বান্ধব কাজে নিয়োজিত করা যাবে। উদ্ভাবন গ্রহণের ফলে 14-18 বছরের কন্যা শিশুদের নির্যাতনের হার কমে যাবে তারা জীবনমূখী ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ পাবে। তারা শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে।  উঠান বৈঠক, বিদ্যালয় শ্রেনীকক্ষ, মহিলা সমিতি, বিভিন্ন সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত উপকাভোগীদের সচেতনতামূলক প্রচারনার মাধ্যমে নির্যাতিত এবং ঝুঁকিপূর্ন মেয়ে শিশু শ্রমিকদের স্কুলগামী করা এবং কারীগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে শিশুবান্ধব কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা। | 9০% | হ্যাঁ | না |  |
| 10 |  |  | স্বচ্ছতা ও সহজীকরণের জন্য ভিজিডি পরিপত্রের আলোকে দুঃস্থ মহিলাদের ডাটাবেইজ তৈরী । | কর্মদলের মাধ্যমে প্রতি বাড়ি গিয়ে উদ্ভাবকের তৈরীকৃত ১৯ কলামযুক্ত ফরমেটে দুঃস্থ মহিলাদের ডাটাবেইজ তালিকা তৈরী করে দুঃস্থতার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপকারভোগী নির্বাচন করা হলে কম সময়ে, কম খরচে স্বচ্ছভাবে কাজটি হবে এবং কাজটি অনেক সহজ হবে। | ৮০% | হ্যাঁ | না |  |